যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৬৭

১/ বিবিধ

আরবী

من قرأ في الفجر بـ (ألم نشرح) و (ألم تر كيف) لم يرمد
لا أصل له

قال السخاوي (ص 200) : لا أصل له، سواء أريد بالفجر هنا سنة الصبح أو الصبح لمخالفته سنة القراءة فيهما
يشير إلى أن السنة في سنة الفجر (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) ، وفي فرض الفجر قراءة ستين آية فأكثر على ما هو مفصل في كتابي " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

বাংলা

৬৭। যে ব্যাক্তি ফজরের সালাতে (নামায/নামাজ) সূরা “আলাম নাশরাহ” এবং সূরা “আলাম তাঁরা কাইফা” পাঠ করবে; সে চোখে ঝাপসা দেখবে না।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

সাখাবী “মাকাসিদুল হাসানা” গ্রন্থে (পৃ ২০০) বলেছেনঃ এটির কোন ভিত্তি নেই। চাই ফজর দ্বারা সকালের সুন্নাত অথবা সকালের ফরয সালাত ধরা হোক না কেন। উভয়টিতে কিরায়াত পাঠের সুন্নাত এটির বিপরীতে হওয়ার কারণে।

তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, ফজরের সুন্নাত সালাতে সুন্নাত হচ্ছে (প্রথম রাকাআতে) কুল ইয়া-আইউহাল কাফিরুন আর (দ্বিতীয় রাকাআতে) কুল হু-ওয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করা। আর ফজরের ফরজ সালাতে ষাট বা ততোধিক আয়াত পাঠ করা।

অতএব হাদীসটি সঠিক নয়।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5328

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন